ঘোষনা

হিফজুর রহমানের লেখা এই ফিকশানটির প্রতিটি শব্দ, সংলাপ, স্থান, কাল ও পাত্র শতকরা একশোভাগ সত্য। শুধুমাত্র গোপনীয়তার খাতিরে গল্পের পাত্র পাত্রিদের নামগুলোকে একটু 'একার ওকার' করে বদলে দেয়া হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা ডালিয়া এখন প্রবাসে আর তার পরকীয়া-প্রেমীক দেবাশীষ [দেব] এখনো তার পথপানে চেয়ে আছে বাংলার মাটিতে। মিষ্টি অথচ নিষ্ঠুর এই পরকীয়া প্রেমের গল্প 'মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা' আসছে একুশে ফেব্রুয়ারীর বইমেলায় বই আকারে ঢাকাতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি প্রকাশনায় সম্পূর্ণ সহযোগীতায় থাকবেন 'কর্ণফুলী'। লেখক ও পাঠকদের আবেদনের ভিত্তিতে আগামীতে প্রতি বছরে একটি করে সুখপাঠ্য ধারাবাহিক উপন্যাস, রম্যরচনা অথবা ভ্রমণকাহিনী বই আকারে ছাপানোর জন্যে সার্বিকভাবে যেকোন লেখককে সহযোগীতা করবে বলে কর্ণফুলী পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রধান সাম্পানওয়ালা

মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ৮

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

'কি বিষয়ে,' আবারো দেবাশীষের কণ্ঠে বিস্ময়বোধক প্রশ্ন।

একই জবাব এলো, 'ডালিয়ার বিষয়ে।'

'কোন ডালিয়ার কথা বলছেন আপনি, তাছাড়া আপনিই বা কে? প্রশ্নটা করে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো দেবাশীষ।

একটু ম্রিয়মান কণ্ঠে হলেও পাল্টা প্রশ্ন করলো লোকটা, 'ক'জন ডালিয়াকে চেনেন আপনি মিঃ দেবাশীষ?'

'কিন্তু আপনি কে?' এবার একটু কঠোর এবং বিরক্তিভরা স্বরেই জিজ্ঞেস করলো দেবাশীষ। একহাতে গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে। রমনা থানা পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরলো ও, ওর প্রিয় টয়োটা এসই লিমিটেড গাড়িটা নিয়ে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও সাধারণতঃ অফিসের নিসান প্যাট্রোল গাড়িটা ব্যবহার করেনা ও। আর এই গাড়িটা ওর খুব প্রিয়। ঢাউশ নিসানের তুলনায় এই গাড়িটাতে ও অনেক বেশি আরাম বোধ করে এবং গাড়িটা বেশ কোযিও মনে হয়। তাছাড়া অটোমেটিক গিয়ার থাকাতে একহাতেই চালাতে কোন অসুবিধেও হচ্ছেনা ওর। তবে যাই হোক, এখন ও একটু বিরক্তই। লোকটা কে, এই প্রশ্নও ওর মাথায় ঘুরছে কথা বলতে বলতে।

এবার লোকটা বললো, 'আমি ওর একজন আত্মীয়। আমি কাল আপনার সাথে দেখা করতে চাই।'

'নাম কি আপনার? দেবাশীষ প্রশ্ন করে।

'দেখা হলে সবই আপনি জানতে পারবেন,' লোকটা জানায়।

'ঠিক আছে,' একটু বিরক্তির সাথেই দেবাশীষ জবাব দেয়, 'কিন্তু কোথায়?'

লোকটা কারওয়ানবাজারের একটা থ্রীস্টার হোটেলের কথা বলে। জিজ্ঞেস করে, 'সকাল বেলাটায় আপনার সময় হবে?'

একটু ভাবে দেবাশীষ, কাল সপ্তাহের ওপেনিং ডে। সকালে বড়ো সাহেব একটা মিটিং করেন প্রত্যেক রোববার সকালে। এই মিটিংয়ে একমাত্র বাঙালী স্টাফ থাকে দেবাশীষ। মোটামুটি সারা সপ্তাহের পলিসি এবং পরিকল্পনা সেদিনই ঠিক করা হয়। তবে সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় মিটিংটা। এরপর অবশ্য পিটারের কাছ থেকে একটা শর্ট লীভ নিয়ে অফিসের বাইরে যেতে পারে ও। তবে গুলশান থেকে কারওয়ানবাজারের ওই হোটেলটায় পৌঁছুতে আধ ঘন্টার বেশিও সময় লেগে যেতে পারে, রাস্তায় জ্যাম থাকলে।

প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনে দিয়ে আবার বাঁয়ে ঘোরে ও। স্কাউট ভবনের কাছাকাছি থেকেই ডালিয়াকে তুলে নেয়ার কথা। ছুটির পর ডালিয়া ওকে ফোন করে জেনে নেবে ও কোথায় গাড়ি পার্ক করে আছে। শনিবারের এই সময়টায় রাস্তার এদিকটায় খুব একটা যানবাহনের ঝামেলা থাকেনা। তবুও গাড়িটা সামলে ও বলে অজ্ঞাত পরিচয় ওই লোকটাকে, 'ঠিক আছে, আমি সকাল সাড়ে দশটায় আসবো। কিন্তু, হোটেলের কোথায়?'

'রেস্তোরাঁয়, আমি ওখানেই থাকবো,' ত্বরিত জবাব দেয় অজ্ঞাত পরিচয় লোকটা।

'চিনবো কি করে আপনাকে?' দেবাশীষের প্রশ্ন।

'দ্যাটস মাই প্রবলেম, আমিই আপনাকে চিনে নেবো। কোন সমস্যা হবেনা।' লোকটা দেবাশীষের দেখা করার আশ্বাস পেয়েই যেন একটু বেশি স্মার্ট হয়ে ওঠে।

'ঠিক আছে, আমি আসবো ঠিক সাড়ে দশটায়ই,' একটু চিন্তামাখা কণ্ঠে জবাব দেয় দেবাশীষ।

'থ্যাংক য়ু মিঃ দেবাশীষ, মেনি মেনি থ্যাংকস। সো, সী য়ু টুমরো।' লোকটার কণ্ঠে এখন যেন একটু আনন্দ ফুটে ওঠে।

রাজমনি ইশা খাঁ হোটেলের উল্টো দিকে গাড়িটা পার্ক করে ও। মাঝে মধ্যেই এরকম করে। কারণ ছুটির পর স্কাউট ভবন থেকে ডালিয়ার সাথে ওর সহকর্মীরাও পাল ধরে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে অবশ্য ডালিয়ার এক সহকর্মী সবুজের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর। তবে বিশেষ ভাবে কিছু নয়। ডালিয়া কেবল ওর আত্মীয় বলে চালিয়ে দিয়েছে ওকে। গাড়িটা রাস্তার ফুটপাতের একেবারে পাশ ঘেঁষে রেখেছে ও। এঞ্জিন চলছে, কারণ এয়ার কন্ডিশনারটা এখন আর বন্ধ করতে চাইছেনা ও। এখন বিশেষ করে মাথাটা ঠান্ডা করে চিন্তা করা দরকার। কারণ, ওর মাথায় এখন প্রশ্ন ঘুরছে, লোকটা কে? ওর সম্পর্কে জানলো কি করে? বললো আবার ডালিয়ার আত্মীয়! কিরকম আত্মীয়? ডালিয়াতো কারো কাছে ওদের কোন সম্পর্কের কথা বলেনি বলেই জানে ও। তাহলে কে? তাছাড়া এখনো পর্যন্ত ডালিয়ার সাথে বন্ধুত্ব ছাড়া বিশেষ কোন সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। তাহলে? কি ঝামেলায় যে পড়তে যাচ্ছে! আচ্ছা ডালিয়া কি জানে এই লোকটার কথা?

সেল ফোনটা বেজে ওঠে, দেবাশীষ দেখে ডালিয়ার অফিসের ফোন নম্বর। ইয়েস বাটনটা টিপে দিয়েই দেবাশীষ প্রায় কাঠ কাঠ স্বরে বলে, 'বলো।'

'আমি বের হচ্ছি দেবাশীষ, তুমি কোথায়?' ডালিয়া জিজ্ঞেস করে।

ডালিয়ার স্বরেও একটু ছন্দপতন লক্ষ্য করে দেবাশীষ। তবে সেসম্পর্কে কিছু না বলে ও শুধু জানায়,'রাজমনি ইশা খাঁ হোটেলের সামনে।'

'আমি আসছি।' বলেই ফোনটা রেখে দেয় ও।

প্রশ্নটা এখনো কুরে কুরে খাচ্ছে দেবাশীষকে। তবে মিনিট দশেক পরেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখে ডালিয়া রিকশা থেকে নামছে ওর গাড়ির ঠিক পেছনে। এবার গাড়িটা ডানদিকে কেটে একটু বাড়ায় দেবাশীষ যাতে করে বাঁ দিকের দরজা খূলে ডালিয়া উঠতে পারে সহজে।

আজ ডালিয়া আর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সিডিটা চালায়না। একটু গম্ভীর যেন ও, বা অন্যান্য দিনের মতো উচ্ছলতা প্রকাশ পায়না ওর আচরণে। সবই লক্ষ্য করে দেবাশীষ। গাড়িটা ছেড়ে দেয় ও। প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনের রাউন্ড অ্যাবাউটটা ঘুরে মগবাজার মোড়ের দিকে রওনা হয় ও। অ্যাতোক্ষন সেও কোন কথা বলেনি।

আচমকা প্রশ্ন করে ডালিয়া, একটু নিচু স্বরে, 'কি কথা বলছোনা যে?'

'তুমিও তো বলছোনা।' একটু অনুযোগের সূরেই বলে দেবাশীষ। সেই সাথে একটু ভাবে দেবাশীষ, ডালিয়াকে ওর সেই আত্মীয়ের কথা বলবে না কি? আবার একবার মনে করলো, কাল লোকটার সাথে দেখা করার পর কথা বললেই ভালো। এদিকে ডালিয়া ওর অনুযোগের কোন উত্তর দিলনা। এর মধ্যেই ওরা মগবাজার মোড় পার হয়ে টঙ্গী ডাইভার্সন পেরিয়ে চললো তেজগাঁ সাত রাস্তার দিকে। এটাই ওদের প্রায় প্রতি শনিবারের রাস্তা। এই রাস্তা গিয়ে শেষ হয় আশুলিয়ায়। ঢাকা শহরে আর যাবার জায়গাই বা কোথায়? হয় কোনো রেস্তোরাঁয় বসে আলাপচারিতা নইলে আশুলিয়ায় গিয়ে দু'দিকে নদী রেখে রাস্তার পাশে কোনো একটা খালি বেঞ্চ দখল করা, কিছুক্ষন সময় কাটিয়ে ফের ঢাকার দিকে মানে শহরের ব্যস্ত তার দিকে পাড়ি দেয়া।

দেবাশীষ দোনোমোনো করতে করতে সাত রাস্তার মোড় পার হয়ে বিজি প্রেস এর সামনে একটু ছায়া দেখে সাইড করে গাড়িটা। এতোক্ষন কোনোই কথা না বলা ডালিয়া ওর দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকায়। দেবাশীষও চায় ডালিয়ার দিকে, কারণ অ্যাতোক্ষন ও গাড়ি চালানোতেই ব্যস্ত ছিল। ডালিয়ার দিকে তাকাবার সময়ই পায়নি। দ্যাখে ওর চোখ দুটো একটু ফোলা ফোলা, পাতাগুলো একটু লাল। চেহারাটা একটু ম্রিয়মান দেখাচ্ছে। একেবারেই অস্বাভাবিক লাগছে এই ডালিয়াকে।

ডালিয়া প্রশ্ন করে আবারো খুবই নিচু কণ্ঠে, 'কি ব্যাপার এখানে থামালে যে?'

'একটু কথা বলতে চাই তোমার সাথে,' দেবাশীষ জানায়।

'কি কথা?'

'আজ একটু আগে একজন ফোন করেছিল আমাকে।' দেবাশীষ একটু গুরু গম্ভীর স্বরেই বলে, 'লোকটা বললো, তোমার নাকি আত্মীয় সে এবং সে আমার সাথে তোমার ব্যাপারেই কি কথা যেন বলতে চায়।' কথা ক'টা বলার সময় দেবাশীষ রোদজ্বলা, পিচ গলা রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল স্টিয়ারিংয়ে দু'হাত রেখে। তাই ও দেখতে পেলো না ডালিয়ার চমকে ওঠা।

'ইশশ,' করেই ডালিয়া ওর কোলের দিকে একটু নত হয়ে দু'হাত দিয়ে মুখটা ঢাকলো। তার পর অস্ফুটে বলতে লাগলো, 'শেষপর্যন্ত ও তোমাকে ফোন করলোই, অ্যাতোবার নিষেধ করলাম তাও শুনলোনা!' একটু যেন ফোঁপাচ্ছে ডালিয়া। এবার দেবাশীষেরই চমকে ওঠার পালা। নিশ্চয়ই লোকটা ডালিয়ার নিকট কেউ হবে। কিন্তু, লোকটা ওর সেল ফোনের নম্বর জানলো কি করে? কারণ, এই নম্বরতো খুব কম লোকেরই কাছে আছে। ব্যক্তিগত কারণে এবং অফিশিয়াল কারণেও সেল নম্বর বিলি করে বেড়ানোতে ওদের নিষেধ আছে।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হলেও ডালিয়ার কেঁপে কেঁপে ওঠা পিঠের ওপর আলতো করে ওর বাঁ হাতটা রাখলো দেবাশীষ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো ওদের দিকে কেউ বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে কি না? নাঃ এখন খুব একটা লোকজন নেই এই এলাকায়। শুধু একজন সার্জেন্টকে দেখলো প্রায় দশ গজ দুরে দাঁড়ানো একটা মোটর বাইকের ওপর ডান হাঁটুটা ভাঁজ করে রেখে এদিক ওদিক চাইছে। ওদের দিকেও ওর দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একবার ভাবলো আজ বোধহয় সার্জেন্টের আয় খুব বেশি হয়নি। আজকে খুব ব্যস্ত দিন নয়, তাই ওর শিকারও কম। দেবাশীষ কল্পনা করলো, আয় ঠিকমতো না হলে লোকটা আজ নিশ্চয়ই বাসায় ফিরে স্ত্রীর ঝামটা খাবে।

একটু শান্ত হয় ডালিয়া। চোখ দুটো মুছে ওর দিকে তাকায় ও। এবার ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আর কি বললো ও?'

'এই ও'টা কে? তুমি তাকে নিশ্চয়ই ভালো করে চেনো?' একটু কঠোর স্বরেই বললো দেবাশীষ, 'আগে ওর পরিচয় বলো, তারপর বাকিটা বলছি আমি।'

'চৌধুরী,' জবাব দেয় ডালিয়া ওর কোলের দিকে চেয়ে, 'আমার স্বামী।'

একটু চমকে উঠলো দেবাশীষ। একেবারে ওর স্বামী! কিন্তু, কেন? পরের কথাটা না বললেও পারতো ডালিয়া, কারণ অ্যাতোদিনে দেবাশীষের জানা হয়ে গেছে, ওর সামনে স্বামীকে শুধুই চৌধুরী বলেই সম্বোধন করে ডালিয়া। এতে একটু অস্বস্তি ভোগ করতো দেবাশীষ, কেন না ও নিজেওতো একজন চৌধুরী।

'তা তোমার স্বামী আমার সেল নম্বর পেলো কি করে?' দেবাশীষের প্রশ্ন।

'আমিই দিয়েছি,' আরো ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললো ডালিয়া, 'বলতে পারো , দিতে বাধ্য হয়েছি।'

'মানে!' এবার আরো বিস্মিত হলো দেবাশীষ।

'ও আমার গলায় কাপড় কাটার কাঁচিটা চেপে ধরেছিল,' একটু ধরা গলায় বলে ডালিয়া, 'বলছিল তোমার পরিচয় ও ফোন নম্বর না দিলে গলাটা কেটে ফেলবে। কি করবো বলো? ও পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাই বাধ্য হয়ে শুধু তোমার সেল নম্বরটাই দিয়েছি। বিশদ কোন পরিচয় দিইনি। কি করতে পারতাম আর? তবে, আমি ওর হাতে পায়ে ধরেছি যাতে তোমাকে ফোন না করে....'

'অ্যাতোসব হলো কেন?'

'গতকাল রাতে আমি তখন বাথরুমে ছিলাম। ও আমার হাতব্যাগ হাতড়ে তোমাকে লেখা চিঠির কয়েকটা কপি বের করে, যেগুলো, আমি তোমাকে ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি, সে বিছানার ওপর বসে, চেহারা ভয়ংকর। সে জানতে চায়, দেবাশীষ কে? আমি বলতে না চাইলে

সে আমাকে অকথ্য গালাগাল করে, তারপর আমাকে এক ধাক্কায় বিছানার ওপর ফেলে কাঁচিটা নিয়ে আমার ওপর চড়ে বসে। তারপর, কাঁচিটা গলায় চেপে ধরে। আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে চায়। তারপর তোমার কথা জানতে চায়।'

'তারপর?' অনেক বিস্মিত দেবাশীষ। ডিজগাস্টিং লোকটা, স্ত্রীর ব্যাগ হাতড়ায়! অর্পির ব্যাগ হাতড়াচ্ছে, একথা তো ভাবতেই পারেনা দেবাশীষ। তাছাড়া ওর আর ডালিয়ার সম্পর্কতো কোন ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। স্রেফ বন্ধু ওরা। তাতে সমস্যাটা কি? অবশ্য ডালিয়া বিবাহিতা, ও নিজেও বিবাহিত। এই সমাজ এরকম দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্কই মেনে নেবেনা।

'আমি উপায়ান্তর না দেখে তোমার নাম শুধু, আর সেল নম্বরটা দিই এবং ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি আমাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নেই যার জন্যে ওকে উদ্বীগ্ন হতে হবে। ওকে অনুরোধও করি, তোমাকে ফোন না করার জন্যে।'

আবারো বলে ডালিয়া, 'ও সাফ বলে দিয়েছে, তোমার সাথে আমার মেলামেশার কোন প্রমাণ পেলে ও আমাকে খুন করে ফেলবে। তাছাড়া, ও আমাকে আর চাকরী করতে দিতে চায়না। বলেছে, চাকরী করতে দিয়েই এই সর্বনাশটা হয়েছে ওর। আজ কোন রকমে বলে ক'য়ে এসেছি, বলেছি কয়েকদিনের মধ্যেই চাকরী ছেড়ে দেবো।' বাঁ হাতটা দেখায় ডালিয়া, কব্জিটা বেশ ফুলে আছে, আবার বলে ও, 'আমার হাতটা মুচড়ে ধরে ও.....' এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

চুপ থাকে দেবাশীষ। এবার গাড়িটা আস্তে করে ছেড়ে দেয় ও। ধীরে ধীরে এগোয়। কারণ, একটু একটু করে কোতুহলী মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে ওদের কাছাকাছি। নাবিস্কোর ওখান থেকে ডান দিকে মোড় নেয় দেবাশীষ। কোথায় যাবে বা ঠিক করবে বুঝে উঠতে পারছেনা। ভেতরটা একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। গুলশানের দিকে এগোয় ও।

এরই মধ্যে সামলে নিয়েছে ডালিয়া নিজেকে। আস্তে করে বলে, 'একটু আড়ংয়ের কফি শপে যাবে? ওখানে বসেই কথা বলতাম না হয়।'

কোন কথা না বলে একটা ইউ টার্ণ নিয়ে ঘুরে এসে তেজগাঁ আড়ংয়ের পেছনে গাড়ি পার্ক করে ও। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি ছেড়ে নামে। ডালিয়া নামতেই গাড়ি লক করে দেয়। সেন্ট্রাল লক হলেও একবার দেখে নেয় সব লক হয়েছে কি না। আজকাল ঢাকায় গাড়ি চুরি হচ্ছে এন্তার।

কাপড়-চোপড়, জুয়েলারির দঙ্গল পেরিয়ে ওরা কফি শপে ঢোকে। ক্লান্ত অপরাহ্নের এই সময়টায় আড়ংয়ে খুব একটা ভিড় থাকেনা, কফি শপে তো মোটেইনা। ওরা ঢুকতেই কাউন্টারের মহিলা একটু হাসি উপহার দিলেন। ওদেরকে প্রায়ই দেখে কফি শপের ওরা। কারণ আশুলিয়ার পরে এটাই ওদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। ফিরতি হাসি দেবার মতো অবস্থা না থাকলেও দেবাশীষও একটু হাসি ফেরত দেয় মহিলাকে। তারপর এক কোণে গিয়ে মুখোমুখি বসে ওরা।

ডালিয়াই ডাকে ওয়েটারকে, কফি দিতে বলে শুধু, দেবাশীষ কিছু বলার আগেই। তারপর দেবাশীষকে জিজ্ঞেস করলো, 'ও তোমাকে আর কি বললো, বললেনা তো?'

দেবাশীষ জানালো, 'ও আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে, আমিও কাল সকালে দেখা করবো কথা দিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি ও যে হোটেলে কাজ করে সেখানেই।'

ডালিয়া এবার বলে, 'তুমি ওখানে যাবে না।'

'আমাকে যেতেই হবে, কারণ কথা দিয়েছি।'

'ও তোমাকে অপমান করবে, বাজে ব্যবহার করবে। তুমি জানো না ও কি করতে পারে!'

'অ্যাতো সহজ নয়, এই দুনিয়ার সবটা ওর ডোমেইন নয়,' একটু দৃঢ় কণ্ঠে বলে দেবাশীষ। 'তাছাড়া ও ওই হোটেলের কর্মচারী, আর আমি কাস্টোমার, এই কথাটা ভুলোনা।'

এরই মধ্যে কফি এসে গেল। গরম কফির কাপে চুমুক দেয় দেবাশীষ। একটু গরম কফিই পান করার অভ্যেস ওর। চা ও তাই। চোখটা তুলে দেখে ডালিয়া ওর দিকে চেয়ে আছে, অদ্ভুত দৃষ্টি ওর।

এবার দেবাশীষ প্রশ্ন করে, 'তা কি ঠিক করলে? আজই আমাদের শেষ দেখা বোধহয়.....'

'জানিনা দেব, জানিনা,' একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ডালিয়া। 'আজ আমাকে কোন প্রশ্ন কোরোনা। একটু ভাবতে দাও। খুব অস্থির লাগছে। এখন বাসায় ফিরে যাবো, আমাকে একটু মগবাজার ওয়্যালেসের ওখানে নামিয়ে দিও। চৌধুরীতো অনেক রাতে আসবে। আমিও অনেকটা সময় পাবো একাকী ভাবার জন্যে। অবশ্য ওর ছোট ভাই আর ছোট ভাইয়ের বউ শান্তি মতো ভাবতে দিলেই হয়। তাছাড়া ইউনাও অ্যাতোক্ষনে এসে গেছে স্কুল থেকে। ও অবশ্য বিরক্ত করেনা মোটেও.....' ইউনা ডালিয়ার মেয়ে।

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে নামিয়ে দেবো।' দেবাশীষ কথা ক'টা বলেই কফির কাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ করেছে ও, আজ ডালিয়া ওর সম্বোধন পালটে ফেলে শুধুই দেব বলে ডেকেছে। কেন?

পরদিন। সকালে মিটিংটা সেরে পিটারকে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। জ্যাকেটটা অফিসেই রেখে এসেছে। আজ ভেতরে পরেছিল নীল প্যান্ট, আর শাদা হাফ স্লিভ শার্ট। তার সাথে গাঢ় নীল বেইজের ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট হলুদ ভালুক আঁকা টাই। এটা পিটার সাউথ আফ্রিকায় ছুটি কাটিয়ে আসার সময় ওর জন্যে নিয়ে এসেছিল, উপহার। গরমের দিনে হাফ স্লিভ শার্টই বেশি পওে ও।

অফিসের ড্রাইভার নুর জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, কোথায় যাবো?' এখন ওদের বাহন লাল নিসান প্যাট্রোল।

কারওয়ানবাজারের থ্রী-স্টার হোটেলটার নাম বলে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে ও। কি বলতে চায় ডালিয়ার স্বামী ওকে? কি কথাই বা বলবে ও? এই সব আবোল তাবোল চিন্তা ভেঙে যায় ওর সেল ফোনের চিৎকারে। দেখে ও, ডালিয়ার অফিসের নম্বর। ধরলো ও 'ইয়েস।'

'তুমি কোথায়?'

'পথে, তোমার স্বামীর ওখানে যাচ্ছি।'

'না গেলে হয়না?' ডালিয়ার কণ্ঠে আকুতি।

'না।'

'ঠিক আছে,' একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা নামায় ডালিয়া।

লিফটে সরাসরি রেস্তোরাঁর ফ্লোরে এসে নামে ও। রেস্তোরাঁর কাউন্টারের দিকে এগোয় ও। এখন ও জানে কার নাম জিজ্ঞেস করতে হবে। ঠিক সাড়ে দশটা বাজে ওর কেলভিন ক্লাইন-এর ঘড়িতে। এখন রেস্তোরাঁয় কেউ নেই। তাছাড়া এই হোটেলটার অকুপ্যান্সি রেট যে খুব বেশি তাও নয়। তবে, এর বারটা চমৎকার।

কাউন্টার পর্যন্ত যাওয়া লাগলোনা। একটা লোক সোফা ছেড়ে উঠে এলো ওর দিকে। মাথায় চুল কম, একটু লালচে। বোধহয় মেহদী লাগায় পাকা চুল ঢাকার জন্যে। নীল জ্যাকেটের নিচে শাদা শার্ট, লাল টাই। নিচে ছাই রংয়ের প্যান্ট। মোজা কালচে লাল, জুতো ডার্কট্যান। একেবারে

আফ্রিকান টেস্ট, ভাবলো দেবাশীষ। অ্যাভারেজ বাঙালীর তুলনায় একটু দীর্ঘ হলেও দেবাশীষের চেয়ে অনেক কম হাইট। দেবাশীষ একেবারে ছয় ফুট।

লোকটা ওর সামনে এসে একটু ক্লিষ্ট হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, 'মিঃ দেবাশীষ নিশ্চয়?

'ইয়েস।'

'থ্যাংকস ফর কামিং। আমি হাফিজ, হাফিজ চৌধুরী।'

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)